



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 907 - 915

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার গতিপ্রকৃতি : একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা

ইয়াকিন হায়দার

গবেষক, নাট্যকলা বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

Email ID: yeakin.haider@gmail.com

 0009-0000-8969-6371

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Therapeutic
Theatre,
Drama
Therapy,
Psychodrama,
Playback
Theatre,
Mental Health,
Applied
Theatre,
Bangladesh.

Abstract

In the context of the contemporary world, the application of theatre in the healing process has emerged as a significant phenomenon, transcending boundaries of mere entertainment to become a vital tool for psychological well-being. While the global practice of therapeutic theatre is well-established, Bangladesh has witnessed a distinct and resilient evolution of this discipline over the last three decades. Through continuous field practice and recent integration into academic discourse, this stream is gradually flourishing in the country. This research aims to investigate the historical progression and practical trends of therapeutic theatre in Bangladesh based on primary sources and document analysis, focusing on the transition from amateur enthusiasm to professional implementation. The study reveals that what began as initial experimental initiatives has evolved into a coherent institutional practice over time. It highlights successful applications of techniques like Psychodrama and Sociodrama in diverse scenarios, ranging from the rehabilitation of drug addicts and support for differently-abled individuals to trauma counseling for victims of the Rana Plaza collapse and the Rohingya humanitarian crisis. Ultimately, the paper argues that these interventions have established therapeutic theatre as an essential, alternative component of the mental health landscape in Bangladesh.

Discussion

ভূমিকা : মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই নাট্যচর্চার ধারা প্রবাহমান। কালের বিবর্তনে নাট্যচর্চা ও এর বিদ্যায়তনিক পাঠ-উভয় ক্ষেত্রেই সাধিত হয়েছে আমূল রূপান্তর। পূর্বেকার পশ্চিমা নাট্যসাহিত্য পাঠের গণ্ডি পেরিয়ে নাট্যবিদ্যা আজ বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। বিশেষত আধুনিক নাট্যগবেষণায় সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মতো আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন একে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এরই ধারাবাহিকতায় 'ফলিত নাট্য' (Applied Theatre)-এর মতো তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শাখার আবির্ভাবে নাট্যচর্চা হয়েছে আরও বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। এই বিবর্তনের পথ ধরেই নাট্য ও নিরাময়ের

মধ্যে এক অনন্য মেলবন্ধন সাধিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চর্চার মধ্য দিয়ে এই সমন্বিত রূপটিই ‘নিরাময়ী নাট্য’ (Therapeutic Theatre) অভিধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরাময়ী নাট্য : নিরাময় শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো রোগমুক্তি, আরোগ্য লাভ বা সুস্থতা। তবে থেরাপিউটিক বা মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে নিরাময় বলতে মানসিক বিপর্যয় বা ট্রমা কাটিয়ে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মনোজাগতিক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার ক্ষেত্র অনেক গভীর ও ব্যাপক। আধুনিক চর্চায় এই নিরাময় প্রক্রিয়াটিতে নাট্যের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ব্যবহার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে নাট্য ও নিরাময়ের সম্পর্ক কেবল আধুনিক চর্চার ফসল নয়, বরং এর শিকড় মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রোথিত। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপন, আত্মরক্ষা এবং আত্মিক প্রশান্তির জন্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বা কৃত্যমূলক ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নিত, যা ছিলো একপ্রকার নিরাময়ী প্রক্রিয়া। আবার প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও তাঁর পোয়েটিক্স গ্রন্থে ক্যাথারসিস তত্ত্বের আলোকে নাটকের মাধ্যমে দর্শকের মনোজাগতিক মুক্তির বলেছেন। গবেষক ফিনটান ওয়ালশ দেখিয়েছেন যে, নাটক ও নিরাময়ের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন -

“Most civilisations and societies have believed in the healing potential of the expressive arts, including creative participation and forms of ritual enactment. [...] Aristotle perceived ancient Greek theatre to have a cathartic function, long before therapy became formally organised.”¹

তবে আধুনিক নিরাময়ী নাট্যচর্চার ধারণাটি আরো সুগঠিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জেকব এল. মোরিনো যখন ‘সাইকোড্রামা’ বা মনোনাট্যের প্রবর্তন করেন, তখন এই চর্চাটি একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামো লাভ করে। মোরিনো বিশ্বাস করতেন, ফ্রয়েডীয় ‘টকিং কিওর’ (Talking Cure)-এর চেয়ে ‘অ্যাকশন’ এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার অবচেতন মনের গভীরতম সত্য, অবদমিত দ্বন্দ্ব এবং ট্রমাকে অধিকতর সহজে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে। নাট্যগবেষক ফিল জোনস এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘উদ্দেশ্যমূলক নিরাময়’ হিসেবে। নিরীক্ষাগার। তিনি বলেন -

“Dramatherapy is involvement in drama with a healing intention. Dramatherapy facilitates change through drama processes.”²

১৯২১ সালে ‘সাইকোড্রামা’ প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত ট্রমা বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে মোরিনো এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ষাট ও সত্তরের দশকে ‘সাইকোড্রামা’ একটি স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে ফিনটান ওয়ালশ বলেন, -

“For Moreno... participation in carefully chosen dramatic scenarios... can assist forms of mental illness.”³

মোরিনোর দেখানো পথ ধরেই পরবর্তী সময়ে নিরাময়ী নাট্যচর্চার বিবিধ প্রায়োগিক ধারার বিকাশ ঘটেছে। সত্তরের দশকে জোনাথন ফক্স ও জো সালাস-এর হাত ধরে আসা ‘প্লেব্যাক থিয়েটার’-এর সংযোজন নিরাময়ের ধারণাটিকে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামাজিক পরিসরে নিয়ে যায়, যেখানে দর্শকের গল্পই হয়ে ওঠে নাট্যের উপজীব্য। নব্বই দশকে স্যু জেনিংস ‘ড্রামা থেরাপি’ চর্চা শুরু করেন এবং এটিকে মানবমনের বিকাশমূলক (Developmental) ও সৃজনশীল নিরাময় পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক পরিসরে এর প্রয়োগক্ষেত্রে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা, যা ফিল জোনসের ভাষায় এটি এখন কেবল সমস্যা সমাধান নয়, বরং “a method ... to facilitate creativity, imagination, learning, insight and growth”⁴ হিসেবে স্বীকৃত। কালক্রমে এই ধারণাটির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের চর্চা লক্ষ্য করা যায়। যথা- সোশিওড্রামা, লিভিং নিউজপেপার থিয়েটার, রেমিনিসেন্স থিয়েটার, আর্ট থেরাপি, মিউজিক থেরাপি, ড্যান্স ও মুভমেন্ট থেরাপি, মাইম থেরাপি, পয়েন্ট্রি থেরাপি, কালার থেরাপি, সাউন্ড থেরাপি, শ্যাডো থিয়েটার বা পাপেট থেরাপি, ক্লাউন থেরাপি, লাফটার থেরাপি, নিউরো ড্রামা ইত্যাদি। মূলত, এই প্রতিটি মাধ্যমই নিজস্ব আঙ্গিক ও পদ্ধতিতে

থেরাপিউটিক থিয়েটারের মূল দর্শনকে প্রায়োগিক রূপ দান করেছে। সুতরাং, নিরাময়ী নাট্য কোনো একক নাট্যাঙ্গিক নয়; বরং একে একটি ছত্র ধারণা (Umbrella Term) হিসেবে পরিগণিত করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার গতিপ্রকৃতি : বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার উন্মেষ ঘটে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার হাত ধরে। সে সময় এদেশে নাট্যকলাকে নিরাময়ের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না। এই বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের তৎকালীন ছাত্র এবং নিরাময়ী নাট্যচর্চার অগ্রপথিক মোস্তফা কামাল যাত্রার একটি স্মৃতিকথামূলক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তিনি ১৯৯১-৯২ সালে রিচার্ড শেখনার সম্পাদিত ‘টিডিআর’ (The Drama Review) পত্রিকায় সাইকোড্রামা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে এই অভিনব ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। তৎকালীন সময়ে ইন্টারনেটের অপ্রতুলতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে এ বিষয়ে কোনো পাঠ্য না থাকায়, তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তথ্যানুসন্ধান শুরু করেন। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোস্তাইন বিল্লাহর সহায়তায় তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ বিষয়ে আরও জানার চেষ্টা করেন এবং যোগাযোগ স্থাপন করেন আমেরিকার ‘আমেরিকান সোসাইটি ফর গ্রুপ সাইকোথেরাপি অ্যান্ড সাইকোড্রামা’ (ASGPP)-এর বোর্ড মেম্বর ড. হার্ব প্রপার (Dr. Herb Propper)-এর সাথে।

১৯৯৬ সালে মোস্তফা কামাল যাত্রা ASGPP-এর সদস্যপদ লাভ করেন, যা ছিল বাংলাদেশে এই চর্চার প্রথম আন্তর্জাতিক সংযোগ। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ‘ইউনাইটেড থিয়েটার’ ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়ে উৎস বা UTSA (Unite Theatre for Social Action) প্রতিষ্ঠা হলে উৎস-এর মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামভিত্তিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ‘ARK’-এর আবাসিক রোগীদের ওপর সাইকোড্রামা প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে এসওএস (SOS) শিশু পল্লী, মূক ও বধির বিদ্যালয় এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যের প্রায়োগিক যাত্রার সূচনা ঘটে। এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মোস্তফা কামাল যাত্রা তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন –

“সাইকোড্রামার প্রয়োগশৈলীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলসগুলো অনুশীলন করতে থাকি এবং আমি আবিষ্কার করি যে অভিনয় তো এবং সাইকোএনালাইটিক মেথড এর সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ রোল এবং ক্যারেক্টার এর মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য ও বৈচিত্র্য, যা আমাকে দিয়েছিল অভিনয় এর ক্ষেত্রে এক নতুন দীক্ষা।”^৫

একুশ শতকের শুরুতেই বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে শুরু করে। ২০০১ ও ২০০২ সাল এই ধারার বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে ২০০২ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ‘থিয়েটার থেরাপি সেন্টার ফর দ্য ডিজএ্যাবল্ড’ (TTCD)-এর উদ্বোধন বাংলাদেশে এই চর্চাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ‘উৎস’ পরিচালিত এই প্রকল্পটি ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত নাট্য থেরাপি কেন্দ্র। এই সেন্টারের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মনো-দৈহিক পুনর্বাসন এবং তাদের সুগুণ প্রতিভার বিকাশ ঘটানো। এই প্রসঙ্গে বিশেষায়িত পদ্ধতি ‘ভারবাল ড্রামা’ সম্পর্কে মোস্তফা কামাল যাত্রা বলেন –

“নাট্যকলার ছাত্র ও ব্যক্তিগত আগ্রহকে পুঁজি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য উদ্ভাবন করেছি ‘ভারবাল ড্রামা’। যা প্রকৃতপক্ষে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রযোজ্য। ভারবাল ড্রামা বিশ্বের প্রথম ও স্বতন্ত্র একটি নাট্যশৈলী হিসেবে মর্যাদা পাবার দাবীদারও বটে।”^৬

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের এই চর্চাকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে ২০০৩ সালটি ছিল একটি মাইলফলক। এবছর ড. হার্ব প্রপার এবং জেনিফার ক্রিস্টালের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ‘১ম ন্যাশনাল থেরাপিউটিক থিয়েটার ওয়ার্কশপ’ (NTTW) আয়োজিত হয়। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চা শৌখিনতার গণ্ডি পেরিয়ে পেশাদারিত্বের দিকে ধাবিত হয়। এরপর থেকে নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে কর্মশালা আয়োজিত হতে থাকে। ফিলিপ ডি মৌরা, মার্ক ওয়েটওয়ার্থ এবং জেনি জারজেসের মতো বিশ্বখ্যাত প্রশিক্ষকরা বাংলাদেশে এসে সাইকোড্রামা, সোশিওড্রামা, প্লেব্যাক থিয়েটার এবং ক্লাউন থেরাপির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার মেরুদণ্ড হলো

‘ন্যাশনাল থেরাপিউটিক থিয়েটার ওয়ার্কশপ’। NTTW এর নথিপত্র ও পোস্টার পর্যালোচনার ভিত্তিতে এগুলোর একটি পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হল –

ক্রম	সাল	স্থান	প্রশিক্ষক	বিষয়বস্তু
১ম	২০০৩ (২৭ জুন - ৪ জুলাই)	ব্রিটিশ কাউন্সিল, চট্টগ্রাম	ড. হার্ব প্রপার ও জেনিফার লয়েড (যুক্তরাষ্ট্র)	নিরাময়ী নাট্যের প্রশিক্ষণ : সাইকোড্রামা ও প্লেব্যাক থিয়েটার।
২য়	২০০৪ (ফেব্রুয়ারি - মার্চ)	কারিতাস, ঢাকা ও চট্টগ্রাম	ড. হার্ব প্রপার ও জেনি ক্রিস্টাল (যুক্তরাষ্ট্র)	আর্ট থেরাপি এবং সোশিওড্রামা।
৩য়	২০০৫ (মে ২৭)	কারিতাস, চট্টগ্রাম	ড. হার্ব প্রপার (যুক্তরাষ্ট্র)	এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা ও নাট্য প্রয়োগ।
৪র্থ	২০০৬ (১ - ১৬ আগস্ট)	চট্টগ্রাম	ড. হার্ব প্রপার (যুক্তরাষ্ট্র)	প্রতিবিধানমূলক নাট্য কর্মশালা।
৫ম	২০০৭ (২৫ মে - ১০ জুন)	চট্টগ্রাম	জোন মারে (অস্ট্রেলিয়া) ও ড. হার্ব প্রপার	সাইকোড্রামা এবং গ্রুপ সাইকোথেরাপি।
৬ষ্ঠ	২০০৮ (২২ - ২৫ মার্চ)	কর্ণফুলী এইচআরডিআই	ড. হার্ব প্রপার (যুক্তরাষ্ট্র)	ঘূর্ণিঝড় সিডর (SIDR) পরবর্তী সোশিওড্রামা ও সোশিওমেট্রি।
৭ম	২০০৯ (১ - ২৩ জানুয়ারি)	চট্টগ্রাম	জেনিফার লয়েড (যুক্তরাষ্ট্র)	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য নাট্য থেরাপি।
৮ম	২০১০ (২৮ - ৩০ ডিসেম্বর)	শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম	ওবায়দুল ইসলাম মুন্না	নিরাময়ী নাট্যের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র বিতরণ।
৯ম	২০১১ (১ - ১১ অক্টোবর)	চট্টগ্রাম	ফিলিপ ডি মৌরা ও মার্ক ওয়েটওয়ার্থ	মিরসরাই ট্রাজেডি: নিহতদের স্বজন ও সহপাঠীদের ট্রমা নিরাময়।
১০ম	২০১২	চট্টগ্রাম	জেনিফার লয়েড (যুক্তরাষ্ট্র)	নিরাময়ী নাট্যের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ।
১১তম	২০১৩ (২৪ - ২৯ আগস্ট)	কারিতাস, চট্টগ্রাম	আনাস্তাসিয়া ভরোবিওভা (রাশিয়া)	রানা প্লাজা ভিক্তিমদের সাইকোসোশ্যাল ফার্স্ট এইড।
১২তম	২০১৪ (১৫ - ২৫ মে)	ঢাকা ও চট্টগ্রাম	ইভান হেস্টিংস (যুক্তরাষ্ট্র)	ড্রামা থেরাপি এবং শ্যাডো থিয়েটার।
১৩তম	২০১৫	চট্টগ্রাম	এ.এল.এম. রেজা আজিজ	নিরাময়ী নাট্যের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ।
১৪তম	২০১৬ (২৯ - ৩১ ডিসেম্বর)	শিল্পকলা একাডেমি	ওবায়দুল ইসলাম মুন্না	জেভার ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) রোধ।
১৬তম	২০১৮ (১৪ - ১৭ অক্টোবর)	শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম	জনি জারজেস (লেবানন)	‘অল ফর ক্লাউন, ক্লাউন ফর অল’: তারুণ্যের সম্পৃক্ততায় ক্লাউন থেরাপি।
১৭তম	২০২০ (২৭ - ২৯ ডিসেম্বর)	কারিতাস, চট্টগ্রাম	বিটিটিআই প্রশিক্ষকবৃন্দ	সাইকোড্রামা: অ্যান এক্সপেরিয়েন্সিয়াল জার্নি।

সারণি-১: বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় নিরাময়ী নাট্য কর্মশালা (NTTW)-এর পরিসংখ্যান (২০০৩-২০২০)

২০০৬ সালে ‘বাংলাদেশ থেরাপিউটিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট’ (BTIT) গঠিত হলে এই আন্তর্জাতিক সংযোগ আরও দৃঢ় হয় এবং চর্চার ক্ষেত্রটি আরো বিস্তৃতি লাভ করে।

দীর্ঘ তিন দশকের নিরলস প্রচেষ্টায় নিরাময়ী নাট্যচর্চা আজ বাংলাদেশে কেবল একটি প্রায়োগিক মাধ্যম হিসেবেই নয়, বরং একটি বিদ্যায়তনিক বিষয় হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। নব্বইয়ের দশকের সেই ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা আজ পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর পাঠ্যক্রমের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নাট্যকলা, ইংরেজি ও মনোবিজ্ঞান বিভাগে নিরাময়ী নাট্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয়। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা এখন মাঠ পর্যায়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ও গবেষণা করছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চা জাতীয় ও মানবিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রগুলোতেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা রোহিঙ্গা নারী ও শিশুরা যে ভয়াবহ সহিংসতা ও ট্রমার শিকার হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে প্রথাগত কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি ‘সাইকো-সোশ্যাল সাপোর্ট’ হিসেবে নাট্যক্রিয়ার ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে নিরাময়ী নাট্যচর্চার উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওবায়দুল ইসলাম মুন্না বলেন -

“রোহিঙ্গাদের সাথে এই ধারার নাট্যচর্চা খুবই উপযোগী; তাদের যে গল্প/ অভিজ্ঞতা সেখানে অনেক গভীর বেদনা রয়েছে; ভয় রয়েছে; অবিশ্বাস রয়েছে; অনিশ্চয়তাও আছে এখনও; তাই উৎস-এর মাধ্যমে যতটুকু ওখানে কাজ করা গেছে তাতে আমরা সফল; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। নিরাপত্তা এবং অনেক বেশি সংবেদনশীল হওয়ার কারণে এই ধরনের নাট্যচর্চাকে ক্যাম্পে এখনও খুব বেশি উৎসাহিত করা হয় না।”^৭

জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায়ও এই চর্চার ভূমিকা অনস্বীকার্য। রানা প্লাজা ধসের মতো ভয়াবহ শিল্প-দুর্ঘটনার পর বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী ট্রমা, বদ্ধ স্থানের ভীতি এবং প্যানিক অ্যাটাক কমানোর ক্ষেত্রে নিরাময়ী নাট্য বা ড্রামা থেরাপির কৌশলগুলো সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে, মিরসরাই ট্রাজেডিতে (যেখানে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বহু স্কুল শিক্ষার্থী প্রাণ হারায়) স্বজনহারা পরিবার এবং সহপাঠীদের শোক নিরাময়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। সেখানে কেবল নাট্যিক ক্রিয়াকলাপই নয়, বরং তার সাথে ফুটবল খেলার মতো ক্রীড়াকে যুক্ত করে শিশুদের মনোজগৎ থেকে মৃত্যুর বিভীষিকা মুছে ফেলার এবং তাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার এক সৃজনশীল প্রয়াস চালানো হয়েছিল। শুরুতে কেবল মাদকাসক্তি নিরাময়ে ব্যবহৃত হলেও, সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশে এই চর্চার বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপটে ব্যাপক বৈচিত্র্য এসেছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় নিরাময়ী নাট্য একটি অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে তা তুলে ধরা হল -

ক্রম	লক্ষ্য জনগোষ্ঠী	প্রেক্ষাপট	বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য
১	মাদকাসক্ত ব্যক্তি	নিরাময় কেন্দ্র (যেমন: ARK)	আত্ম-উপলব্ধি তৈরি, পারিবারিক সম্পর্কের টানাপড়েন বোঝা, মাদকমুক্ত জীবনের স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।
২	শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী	বিশেষায়িত স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	দেশীয় উদ্ভাবিত ‘ভারবাল ড্রামা’-র মাধ্যমে মস্তিষ্কের ‘ব্রোকাস এরিয়া’ উদ্দীপ্ত করা এবং যোগাযোগের জড়তা কাটানো।

৩	স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রোগী	পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (CRP, CDC)	শারীরিক থেরাপির একঘেয়েমি দূর করা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, এবং মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণ বা ব্লাডার কন্ট্রলের জন্য 'থিয়েটার গেমস' ব্যবহার।
৪	প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষ	ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা ও রাঙামাটির পাহাড় ধস	স্বজন ও গৃহ হারানোর ট্রমা কাটিয়ে ওঠা, ভীতি দূরীকরণ এবং কমিউনিটি বন্ডিং বা সামাজিক সংহতি পুনঃস্থাপন (সোশিওড্রামার মাধ্যমে)।
৫	মানবসৃষ্ট দুর্যোগের শিকার শ্রমিক	রানা প্লাজা ধস, তাজরীন ও কেজিএস গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ড	বদ্ধ স্থানের ভীতি কাটানো, প্যানিক অ্যাটাক নিয়ন্ত্রণ, শোক প্রশমন এবং জীবনের প্রতি মমতা জাগিয়ে তোলা।
৬	দুর্ঘটনায় স্বজনহারা ও সহপাঠী	মিরসরাই ট্র্যাজেডি (সড়ক দুর্ঘটনা)	নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সহপাঠীদের 'পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার' (PTSD) কমানো। খেলাধুলা ও নাটকের মাধ্যমে দুর্ঘটনাস্থলের ভীতি দূর করা।
৭	বাস্তবচ্যুত শরণার্থী	রোহিঙ্গা ক্যাম্প (মিয়ানমার থেকে আগত)	গণহত্যা ও দেশত্যাগের গভীর মানসিক ক্ষত নিরাময়, নারীদের প্রতি সহিংসতা (GBV) রোধ এবং শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক শৈশব নিশ্চিতকরণ।
৮	কিশোর-কিশোরী ও শিক্ষার্থী	স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	ইভটিজিং, বুলিং, জেন্ডার বৈষম্য, পরীক্ষার ভীতি এবং বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা।
৯	ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী	এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ও যৌনকর্মী	সামাজিক কুসংস্কার ও 'স্টিগমা' দূরীকরণ, আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি।
১০	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু	অটিজম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল	'মিটিং প্লে' বা দলগত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ, আই কন্টাক্ট বৃদ্ধি এবং জড়তা কাটানো।

সারণি-২: বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু-ভিত্তিক বিন্যাস

এই স্থানীয় সাফল্য ও চর্চার স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও পৌঁছেছে। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'আমেরিকান
সোসাইটি ফর গ্রুপ সাইকোথেরাপি অ্যান্ড সাইকোড্রামা' (ASGPP)-এর মুখপত্র 'সাইকোড্রামা নেটওয়ার্ক নিউজ'-এ
বাংলাদেশের সাইকোড্রামা চর্চা নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে এ. এল. এম. রেজা আজিজ
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে লেখেন -

"In Bangladesh there are less than 500 Psychiatrists and Clinical Psychologists to work
with over 160 million people... Sadly, they hardly get this kind of support."^৮

রেজা আজিজের এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই বোঝা যায় কেন বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যের মতো বিকল্প ধারার মানসিক
স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব অপরিসীম। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা নিয়ে এই
ধারাটি এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। নিচে বাংলাদেশের নিরাময়ী নাট্যচর্চার সময়রেখা দেয়া হল -

সময়কাল	ঘটনা প্রবাহ ও অর্জন	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
১৯৯১-	রিচার্ড শেখনার সম্পাদিত 'টিডিআর' (TDR) পত্রিকায় সাইকোড্রামা	মোস্তফা কামাল যাত্রা (তৎকালীন
১৯৯৩	বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশে এই ধারার প্রতি তাত্ত্বিক আগ্রহের সূচনা।	শিক্ষার্থী), নাট্যকলা বিভাগ, চবি।

১৯৯৪-১৯৯৬	ইন্টারনেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ড. হার্ব প্রপারের সাথে যোগাযোগ এবং ASGPP-এর সদস্যপদ লাভ (১৯৯৬)। ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরীক্ষামূলক চর্চা শুরু।	ড. হার্ব প্রপার (USA), মোস্তফা কামাল যাত্রা।
১৯৯৭	উৎস (UTSA) এর আওতায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'থেরাপিউটিক থিয়েটার ইউনিট' গঠন। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রথম প্রয়োগ।	উৎস (UTSA), ARK নিরাময় কেন্দ্র।
১৯৯৮-২০০১	এসওএস শিশু পল্লী এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সাথে কাজ। এ সময় দেশীয় প্রেক্ষাপটে স্নায়ুবিজ্ঞান ও অভিনয়ের সমন্বয়ে 'ভারবাল ড্রামা' (Verbal Drama) পদ্ধতির উদ্ভাবন।	উৎস, CDC, ActionAid।
২০০২	২৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত 'থিয়েটার থেরাপি সেন্টার ফর দ্য ডিজএ্যাবল্ড' (TTCD)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।	উৎস, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ।
২০০৩	২৭ জুন চট্টগ্রামে ১ম ন্যাশনাল থেরাপিউটিক থিয়েটার ওয়ার্কশপ (NTTW) আয়োজন। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে পেশাদার প্রশিক্ষণের সূচনা।	ড. হার্ব প্রপার, জেনিফার লয়েড, ব্রিটিশ কাউন্সিল।
২০০৬	নিরাময়ী নাট্যের প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে 'বাংলাদেশ থেরাপিউটিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট' (BTI) প্রতিষ্ঠা।	উৎস ও বিটিটিআই।
২০০৮	ঘূর্ণিঝড় সিডর (SIDR) পরবর্তী ট্রমা নিরসনে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় এলাকায় 'সোশিওড্রামা'র সফল প্রয়োগ ও সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন।	উৎস, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহ।
২০১১	মিরসরাই ট্রাজেডি (সড়ক দুর্ঘটনা)-তে নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সহপাঠীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ক্রীড়া ও নাট্যক্রিয়ার সমন্বিত প্রয়োগ।	বিটিটিআই, ফিলিপ ডি মৌরা।
২০১৩	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে নিরাময়ী নাট্য বা থিয়েটার থেরাপিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান ৪র্থ বর্ষের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তকরণ।	অসীম দাস ও মোস্তফা কামাল যাত্রা, নাট্যকলা বিভাগ (চবি)।
২০১৪	সাইকোড্রামার জনক জে. এল. মোরিনোর স্মরণে ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে 'থেরাপিউটিক থিয়েটার সপ্তাহ' পালন শুরু।	বিটিটিআই।
২০১৬	যুক্তরাষ্ট্রের ASGPP Newsletter-এ 'Psychodrama in Bangladesh' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ, যা বাংলাদেশের চর্চাকে বৈশ্বিক পরিচিতি দেয়।	রেজা আজিজ, ASGPP
২০১৭-২০১৯	মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা (Psychosocial Support) এবং ট্রমা নিরসনে নিরাময়ী নাট্যের ব্যাপক প্রয়োগ।	উৎস, ইউনিসেফ, স্থানীয় এনজিও।
২০১৯-২০২০	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগে নিরাময়ী নাট্য বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু।	আল জাবির, মোস্তফা কামাল যাত্রা।
২০২১	কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (CBIU) 'এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি' বিষয়ক ৩ মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স চালু।	অধ্যাপক কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ।

২০২৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের মাস্টার্স প্রোগ্রামে (ফলিত আরাফাতুল আলম, মোস্তফা নাট্য গ্রুপ) 'থেরাপিউটিক থিয়েটার' বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু। কামাল যাত্রা, নাট্যকলা বিভাগ (চবি)।

সারণি-৩ : বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার সময়রেখা (১৯৯১-২০২৫)

নিরাময়ী নাট্যচর্চার বর্তমান অবস্থা : তুলনামূলক বিশ্লেষণ - বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার দীর্ঘ তিন দশকের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দুটি পর্ব যথা - বিকাশ পর্ব (১৯৯০-২০১৫) এবং বিস্তৃতি পর্ব (২০১৫-বর্তমান)-তে বিন্যস্ত করে এই চর্চার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

তুলনামূলক সূচক	বিকাশ পর্ব (১৯৯০ - ২০১৫)	বিস্তৃতি পর্ব (২০১৫ - বর্তমান)
১. চর্চার ধরন ও প্রকৃতি	এটি ছিল মূলত নিরীক্ষামূলক এবং ব্যক্তিগত। 'উৎস' ও 'বিটিটিআই'-এর মাধ্যমে সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল ধারণাটি বাংলাদেশে পরিচিত করা।	চর্চাটি এখন পেশাদার ও বিদ্যায়তনিক রূপ নিয়েছে। একে এখন 'এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি' বা সামগ্রিকভাবে নিরাময় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
২. বিদ্যায়তনিক অবস্থান	বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কেবলমাত্র ২০১৩ সালে চবি নাট্যকলা বিভাগে স্নাতক ৪র্থ বর্ষে একটি কোর্স হিসেবে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়।	এটি এখন উচ্চশিক্ষার অংশ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৯), কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২০২১) এবং চবিতে মাস্টার্স পর্যায়ে (২০২৫) পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু হয়েছে।
৩. প্রায়োগিক ক্ষেত্র	প্রয়োগ ছিল মূলত ইভেন্ট-ভিত্তিক। যেমন: মাদকাসক্তি নিরাময়, সিডর (২০০৮), মিরসরাই ট্রাজেডি (২০১১) এবং রানা প্লাজা ধস (২০১৩) পরবর্তী ট্রমা কাউন্সিলিং।	প্রয়োগ এখন দীর্ঘমেয়াদী ও প্রজেক্ট-ভিত্তিক। বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে (২০১৭-চলমান) এর ব্যাপক ব্যবহার এবং করোনাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রধান ক্ষেত্র। এছাড়া ব্যক্তিগত সমস্যা নিরাময়েও প্রয়োগ হচ্ছে।
৪. পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য	চর্চাটি মূলত সাইকোড্রামা, সোশিওড্রামা ও প্লেব্যাক থিয়েটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।	পদ্ধতির ব্যাপক বৈচিত্র্য এসেছে। এবং দেশীয় উদ্ভাবন 'ভারবাল ড্রামা' যা আগেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে যুক্ত হয়েছে 'ক্লাউন থেরাপি'। এছাড়া আর্ট থেরাপি ও ড্যান্স মুভমেন্ট থেরাপির সংমিশ্রণ বেড়েছে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবার সম্ভাবনা তেইরি হয়েছে।
৫. প্রশিক্ষক নেতৃত্ব	প্রশিক্ষণ ছিল মূলত বিদেশি বিশেষজ্ঞ নির্ভর (যেমন: ড. হার্ব প্রপার, জেনিফার লয়েড)। স্থানীয় প্রশিক্ষক তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল।	স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা (যেমন: মোস্তফা কামাল যাত্রা, ওবায়দুল ইসলাম মুন্না, রেজা আজিজ) এখন নেতৃত্বে আছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও যুক্ত হয়েছেন।

৬. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছিল ব্যক্তিগত ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ASGPP পর্যায়ে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল সীমিত।	Newsletter-এ বাংলাদেশের প্রতিবেদন প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৈশ্বিক স্বীকৃতি এনেছে।
৭. অর্থায়ন ও পরিধি	কার্যক্রম ছিল মূলত চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক এবং সীমিত বাজেটের স্থানীয় অনুদান নির্ভর।	কার্যক্রম এখন সারা দেশে বিস্তৃত (ঢাকা, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ)। ইউনিসেফ ও বড় আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর (INGO) নিয়মিত ফান্ডিং বা অর্থায়ন যুক্ত হয়েছে।

সারণি-৪ : বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চার তুলনামূলক চিত্র (১৯৯০-২০১৫ বনাম ২০১৫-বর্তমান)

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে নিরাময়ী নাট্যচর্চা গত তিন দশকের পরিক্রমায় নিরীক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে বর্তমানে মানসিক সমস্যা নিরময়ের সুশৃঙ্খল মাধ্যম হিসেবে হাজির হয়েছে। রানা প্লাজা ধস থেকে শুরু করে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট পর্যন্ত জাতীয় জীবনের বিবিধ মানবিক বিপর্যয়ে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ এর সামাজিক উপযোগিতা ও কার্যকারিতাকে নির্দেশ করে। বিদ্যায়তনিক পরিসরে এর সাম্প্রতিক অন্তর্ভুক্তি, বিশেষ করে ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালুর মাধ্যমে এই ধারাটি তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি লাভ করেছে। এমতাবস্থায়, এই বিকাশমান খাতটিকে আরও বৃহৎ ও জাতীয় পরিসরে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

Reference:

১. Fintan Walsh, 'Theatre & Therapy', Palgrave Macmillan, New York, 2013, p. 37
২. Phil Jones, 'Drama as Therapy: Theory, Practice and Research (2nd ed.)', Routledge, London, 2007, p. 6
৩. Fintan Walsh, 'Theatre & Therapy', Palgrave Macmillan, New York, 2013, p. 40
৪. Phil Jones, 'Drama as Therapy: Theory, Practice and Research (2nd ed.)', Routledge, London, 2007, p. 8
৫. মোস্তফা কামাল যাত্রা, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, চট্টগ্রাম, ২০২৪
৬. মোস্তফা কামাল যাত্রা, 'প্রতিবন্ধীদের জন্য থিয়েটার থেরাপি', *প্রতিধ্বনি* (স্মরণিকা), উৎস প্রকাশনা, চট্টগ্রাম, ২০০২, পৃ. ৩৬
৭. ওবায়দুল ইসলাম মুন্না, অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম, ২০২৫
৮. A. L. M. R. Aziz, 'Psychodrama in Bangladesh', *Psychodrama Network News*, American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama (ASGPP), Fall 2016, p. 13